গাংনীর চরগোয়ালগ্রামে বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। গেলো রাত ১টার দিকে গাংনী থানার কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা উদ্ধার করে প্রাথমিক নিষ্ক্রিয় করে।

জানা গেছে, গেলো রাতে চরগোয়ালগ্রামের জাহিদুল ইসলামের বাড়ির ভেতরে বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে আতংকিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তা উদ্ধার করে। লাল স্কচ টেপ দিয়ে মোড়ানো বস্তুটি পানি-বালু ভর্তি পাত্রে নিরাপদে সরিয়ে নেয় পুলিশ। বোমা সদৃশ্য বস্তু দিয়ে ভয় দেখিয়ে দুর্বৃত্তরা কোন স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলমান। ঘটনার সাথে যারাই জড়িত থাকুক পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

গাংনীতে শিক্ষকের বাড়িতে বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকির চিরকুট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে আক্কাস আলী (৪৫) নামে এক শিক্ষকের বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ একটি বস্তু ও হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার (১ জুলাই) সকালে বাড়ির মালিক নিজ বাড়ির সামনে বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। আক্কাস আলী কসবা গ্রামের মোল্লাপাড়ার রজব আলীর ছেলে এবং গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় মাস ধরে প্রতিবেশী কয়েকজনের সঙ্গে আক্কাস আলীর বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে জমি পরিমাপ করেন। বুধবার জমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে ভূমি অফিসে যাওয়ার কথা ছিল তার। এর আগেই দুর্বৃত্তরা বাড়িতে বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি হুমকি সম্বলিত চিরকুট রেখে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

উদ্ধার হওয়া চিরকুটে রাস্তার পাশ দিয়ে পানি চলাচলে বাধা না দেওয়ার হুমকির পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। কারা এ ঘটনায় জড়িত, তা শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় বোমা ফাটিয়ে জমি দখলের চেষ্টা: গ্রামবাসীর হাতে ১০ জন আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জমি দখলের সময় বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা ১০ জনকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সোপর্দ করেছেন।

বুধবার (২৪ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে এ ঘটনা

ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একদল ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমি দখলের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করে। এ সময় তারা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে কয়েকটি বোমা সদৃশ বস্তু বিস্ফোরণ ঘটায় বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। বিকট শব্দে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে জড়ো হন।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে গ্রামবাসীরা দখলচেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্ত ১০ জনকে আটক করেন। পরে খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি মহল ওই জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

গাংনীতে ফের বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার, বাড়ছে আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় আবারও বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক মাসে জেলার বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার এমন বস্তু উদ্ধারের পর নতুন এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ বুধবার সকালে গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলমের বড় ভাই আতিকুর রহমান হানিফের বাড়ির সামনে থেকে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আতিকুর রহমান হানিফ উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের সদরপাড়ার বড় মসজিদপাড়া এলাকার রিয়াজ উদ্দিন মণ্ডল (ইজোদ্দি মণ্ডল) এর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে হানিফের বাড়ির মূল ফটকের সামনে একটি পলিথিন ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। পরে ব্যাগের ভেতরে লাল টেপে মোড়ানো বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটি ও চিরকুট উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার বোমা সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও রহস্যজনক প্যাকেট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালেও তদন্ত শেষে কিছু ক্ষেত্রে বিস্ফোরক না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে ধারাবাহিক এসব ঘটনায় জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে বোমাসহ আটক ১

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটার গান, দুটি হাতবোমা ও একটি দেশীয় অস্ত্রসহ মঙ্গল মোল্লা নামে এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) বিকেলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

আটককৃত মঙ্গল মোল্লা দৌলতপুর উপজেলার ছলিমের চর এলাকার মো. মালেক মোল্লার ছেলে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে

রাত ১টা ৩০ মিনিটে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ চিলমারী বিওপির ছলিমপাড়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় একটি ওয়ান শুটার গান, দুটি হাতবোমা, একটি দেশীয় অস্ত্র (হাসুয়া) এবং একটি মোবাইল ফোনসহ মঙ্গল মোল্লাকে আটক করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত এলাকায় মাদক, অস্ত্র ও চোরাচালান প্রতিরোধে সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে পাঁচ দিনের ব্যবধানে এবার লাল টেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কদমতলা রোড এলাকা থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত ৩১শে জানুয়ারি সকালে এবং বিকেলে দারিয়াপুরের দুটি জায়গা থেকে লাল টেপ মোড়ানো ককটেল সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের আকামত আলীর ছেলে আল আমিন এর বাড়ির পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে লাল কসটেপ দ্বারা পেচােনো একটি বোমা সাদৃশ বস্তু যার তিনমূখী তার সংযুক্ত এবং তিনটি অংশ কালো কসটেপ দিয়ে পেচানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামে কদম তলা রোডে আকামত আলীর ছেলে আল আমীন এর বাড়ির দক্ষিণ পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে বোমা সাদৃশ বস্তুটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দেয়। মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ‘খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং বস্তুটি উদ্ধার করে। এটি আসলেই কোনো বিস্ফোরক কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ওসি বলেন, ‘কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রেখেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’

গাংনীতে চাঁদার দাবিতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি

মেহেরপুরের গাংনীতে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদার দাবিতে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু রেখে প্রবাসীর পরিবারকে হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ রোববার সকালে কাথুলী ইউনিয়নের সহগোলপুর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের বাড়ির পাশ থেকে বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু ও চাঁদা দাবির চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রবাসী মিঠুন সহগোলপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে। এ ঘটনায় মিঠুনের পরিবারসহ এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে,শ্রদ্ধেয় মামা সালাম নিবেন আশা করি ভালোই আছেন বিল্ডিং অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক টাকা খরচ তাইনা ? এলাকার বড় ভাইদের মিষ্টি দিলেন না তাই আমরা সোশাল মিষ্টি পাঠালাম আমাদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য এই নাম্বার ০১৯৩৬-০২৪২৫৩ নগত ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিবেন, না দিলে ছেলে ও বিল্ডিং দুইটায় হারাবেন। নগত বা বিকাশে টাকা না দিতে পারেন তাহলে নারগিসের বাথরুমের পিছনে ২টা ৪৮ মিনিটের সময় রেখে আসবেন।

সিঙ্গাপুর প্রবাসী মিঠুনের চাচাতো ভাই নাজমুল জানান, তাদের

নির্মানাধীন বাড়ির পাশে একটি মিষ্টির প্যাকেটে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। চিরকুটে দেড়লাখ টাকা মিষ্টি খাওয়ার জন্য দাবি করেছে। স্থানীয় মুসল্লীরা সকালে প্যাকেট দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয় পরে বিষয়টি পুলিশকে অবগত করলে তারা চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য বস্তু নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস বলেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বোমা সদৃশ্য বস্তু রাখতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এটি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মেহেরপুরে গরু-সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-যুগিন্দা রোডে গরু ও সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালিয়ে ডাকাতি করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় তারা। ব্যবসায়ীদের কয়েকজনকে মারধরও করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার (১ জুলাই) রাত দশটার সময়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাংনী বাজার থেকে ব্যবসা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন গরু ও সবজি ব্যবসায়ী। পথে পোড়াপাড়া-যুগিন্দা সড়কের নির্জন এলাকায় ওৎ পেতে থাকা ডাকাত দল তাদের গতিরোধ করে। প্রথমে দুটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, পরে ব্যবসায়ীদের মারধর ও লুটপাট চালায়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, “ঘটনার তদন্ত চলছে। দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরে গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে ‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ জুন) সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে মটমোড়া ইউনিয়নের নওদা মটমোড়া গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের (বাবলু গ্রুপের) দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকালে দুটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি ও একটি চিরকুট উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে ‘গ্রামের ছেলে হিসেবে এতদিন ভালোই ছিলাম, কিন্তু তোদের মত কিছু কিছু লোক আমাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে না। (শেখ হাসিনা) পালিয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে।

আমরা জায়গার মাল জাগাতেই বসে আছি, ২০১৮ সালে হালকা দিয়েছি। ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইটি বিস্ফোরক সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।”

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে। পাশাপাশি কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা

খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাংনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও হামলার ঘটনার পর এমন ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনী জুড়ে বোমা আতঙ্ক!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাবাসী এখন বোমা আতংকে দিন কাটাচ্ছেন। ব্যবসায়ী ও ধনী শ্রেনীর মানুষের বাড়িতে একের পর এক বোমা চিরকুট ও কাফনের কাপড় রেখে হুমকী দেওয়ায় জনমনে তৈরী হয়েছে নতুন করে আতংক। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কাউকে সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তবে, পুলিশ বলছে দূর্বৃত্তদের সনাক্তে কাজ করছে তারা।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি দোকানের সামনে থেকে হাতবোমা ও টিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ। চিরকুটে লেখা হয় ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ফিরে আসবে, আমরা চরগোয়াল গ্রামের মানুষ। আমরা নদীর এপার ওপার আছি বিএনপির একটি লোকও যেনো গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে।’ এভাবেই হুমকী সংবলিত চিরকুট লাল কসটেপ মোড়ানো হাতবোমা রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। পরে সেটি উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের বাড়ির গেটের সাথে দুটি বোমা, কাফনের কাপড়ও চিরকুট রেখে যায় সন্ত্রাসীরা।

এছাড়া এলাঙ্গী গ্রামের সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা সুমনের বাড়িতে, গোপালনগরের বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামের দোকানের সামনে বোমা কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে যায়। এভাবেই চাকরীজীবী ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতে বোমা কাফনের কাপড় ও জিবন নাশের হুমকী সম্বলিত চিরকুট রেখে হুমকী দিচ্ছে। চিরকুটে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য দিচ্ছে মোবাইল নম্বর।

শুধু এসব ব্যক্তি নয়, উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে গত চার মাসে প্রায় ১৪ টি হাতবোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ। যার অধিকাংশ বোমার সাথে চিরকুট ও কাফনের কাপড় উদ্ধার করা হয়। এসব ঘটনায় উপজেলাবাসির মাঝে নতুন করে তৈরী হয়েছে বোমা আতংক। এক

সময়ের রক্তাক্ত জনপদ দক্ষিণ পশ্চিামাঞ্চলের মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সর্বত্রই ছিল সন্ত্রাস কবলিত। তৎকালিন সময়ে সন্ত্রাস দমণে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৭ টি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৩ টি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

স্থানীয়রা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বোমা, কাফনের কাপড় এবং চিরকুট উদ্ধারের ঘটনায় আমরা আতংকিত হয়ে পড়েছি। পুলিশ আজো এসব ঘটনায় জড়িতদেরকে সনাক্ত ও আটক করতে পারেনি। চরগোয়াল গ্রামের বাসন্দারা জানান, বোমা ও চিরকুট আমাদের গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর সাথে জড়িতদের বের করে আইনের হাতে না দিলে আমার গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাবে।
গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান্ আন্জুমান আরা বলেন, বিভিন্ন গ্রামের বোমা রাখছে দূর্বৃত্তরা। মানুষকে হুমাকি দিচ্ছে। এগুলিকে দ্রত দতন্ত আইনের আওতায় না আনলে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হবে।

গাংনী পৌরসভার প্রথম মেয়র সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত আমিরুল ইসামের ছেলে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন বলেন. আমার বাবাকে গাংনী বাজারে বোমা মেরে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। আমরা তার বিচার আজও পাইনি।

গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী বকুল, সাবেক চেয়ারম্যান বজলুর রহমান, মঙ্গল স্বর্নকারকে বোমা হামলায় হত্যা করেছিল সন্ত্রীনরা। বর্তমানে বোমা আতংক ছড়িয়েছে গাংনীতে। পুলিশ দ্রত তদন্ত করে দোষীদের আইনে সোপর্দ করতে হবে। তা না হলে গাংনী আবারও রক্তাক্ত জনপদে পরিনত হবে।

গাংনী থানা ওসি (তদন্ত) মো: আল মামুন-বলেন, বোমা সাদৃশ বেশ কয়েকটি বস্ত উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি বোমা কিনা তা পরীক্ষা করে বোমাবাজ ও সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করতে মাঠে কাজ করছে পুলিশ।